দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 DEC 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

ভূমিশিক্ষা চালু করা দরকার

বাদ্যের চিন্তাই যখন দেশের প্রধান চিন্তা, তখন দেশের খাদ্য উৎপাদন উপযোগী লাখ লাখ একর কৃষিজমি প্রতি বছর অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে ঘরবাড়ি, সড়ক-মহাসড়ক, অবকাঠামো নির্মাণ ও নগরায়নের ফলে প্রতিবছর এক থেকে দেড়লাখ একর কৃষিজমি অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ অতিদ্রুত ক্ষুদ্রতর হচ্ছে এবং ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান হারে কৃষিভূমি অকৃষি জমিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে চলতি শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই দেশের কৃষিজমি ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। এরূপ ব্যাপকহারে ভূমির প্রকৃত পরিবর্তন সম্পর্কে কারও কোন জবাবদিহিতা নেই, এমনকি অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৪৯ এর ৭২ ধারামতে কালেক্টরের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনিয়তা কেউ উপলব্ধি করে না এবং এ আইন প্রয়োগের কোন লক্ষণও দেখা যায় না।

এদিকে ভূমি আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে দেশের কৃষক সমাজ নানাভাবে হয়রানির শিকার, এমনকি মামলা/মোকদ্দমা ও খুন-খারাবিতে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন এবং এই প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন দেশে আইন শৃংখলা ও অর্থনৈতিক উন্নতির ৮০ শতাংশ নির্ভর করে ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ওপর এবং দেশে যত খুনখারাবি ও মামলা হচ্ছে তার শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে ভূমির কারণে। ভূমি বিষয়ক জটিলতার অন্যতম কারণ হল ভূমি আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা।

ভূমি আইন সার্বজনিন শিক্ষার অঙ্গ হলেও সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচি কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত নয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ভূমির মালিক ও ভূমিহীন নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ভূমি আইন সম্পর্কে জানার প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। ভূমি আইন জানা বা শেখার সাধারণ কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু নেই। ধর্ম, দর্শন, সমাজকল্যাণ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি অনেককিছু শেখার ব্যবস্থা আছে, নেই কেবল সাধারণ নাগরিকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভূমি শিক্ষার ব্যবস্থা। ফলে সাধারণ জনগণ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয়ে জটিলতার সন্মুখীন হয়ে থাকেন।

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও অগ্রগতি-প্রগতির সিংহভাগ নির্ভর করে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর। তাই দেশবাসীকে ভূমি শিক্ষায় শিক্ষিত করার কোন বিকল্প নেই বিধায় ভূমি বিষয়কে সাধারণ পাঠ্য কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সেই সাথে কৃষিজমি দ্রুত বিলুপ্তিকরণ প্রক্রিয়া রোধ করতে বিদ্যমান আইন প্রয়োজনে সময়োপযোগী করে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষিজমি বিলুপ্তিকরণ রোধ ও ভূমিশিক্ষা চালু বিষয়ে সুপারিশমালা : ১. কৃষি জমি অকৃষি জমিতে রূপান্তর প্রতিক্রিয়া বন্ধ করতে ১৯৪৯ সালের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ৭২ ধারার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২. গ্রাম অঞ্চলে বাড়িঘর নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজউক এর মত গ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (গ্রামউক) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৩. সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার পরে অনেকেই মাধ্যমিক বা অন্যান্য স্তরে পড়ার সুযোগ পায় না। তাই প্রাথমিক স্তর থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনার কিছু কিছু মৌলিক বিষয় যেমন- নকশা, পরচা, দাগ, খতিয়ান, ইত্যাদি (সহজ আকারে) ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর অংকে বা পরিবেশ বিজ্ঞানের একটা অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক বিষয় রূপে থাকতে হবে। ৪. জুনিয়র স্তরে অংকে বা পরিবেশ বিজ্ঞানের একটা অংশ হিসেবে ভূমিশিক্ষা সবার জন্য আবশ্যিকভাবে থাকবে। ৫. নবম ও দশম শ্রেণীতে মানবিক, বিজ্ঞান বাণিজ্য ইত্যাদি গ্রুপের মত ভূমিশিক্ষা নামে একটা আলাদা বিভাগ থাকবে। ৬. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এবং সকল কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও মাদ্রাসায় ভূমি আইন, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাপনা, জরিপ, সেটেলমেন্ট, রেজিস্ট্রেশন, ভূমিকর, রাজস্ব ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে প্রথম গ্রুপ চালু করতে হবে। ৭. ভূমি আইন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি হস্তান্তর ও সংশিষ্ট বিষয়ক জটিলতা নিরসনের জন্য উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তাই দেশের কৃষি, প্রকৌশল ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী ও পিএইচডি কোর্স চালু করতে হবে। ৮. জরুরি ও স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি হিসেবে কেবল প্রশাসন ও ভূমি বিভাগ নয়, দেশের সকল মন্ত্রণালয়ের অধিন্যস্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি বিশেষত মাঠকর্মীদের ভূমি জরিপ, সেটেলমেন্ট, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি ও খাস জমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৯. কৃষি সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরের মাঠকর্মীরা কৃষক-জনতার খুব কাছ থেকে দ্রুতহ্রাসমান জমিতে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করে যাচ্ছে। তারা যাতে কৃষি প্রযুক্তির সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন সে জন্য তাদেরকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। ১০. কৃষি, প্রকৌশল ও অন্যান্য কারিগরী ডিপ্লোমা কোর্সে ভূমি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

দেশের কৃষি জমি বিলুপ্তকরণরোধ করতে প্রচলিত আইনের অধিকতর সময়োপযোগী করে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ভূমিশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার কর্মসূচিভূক্তকরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সিলেবাস তৈরি করতে জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

-কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, চুয়াডাঙ্গা